৬ বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ জুলাই ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

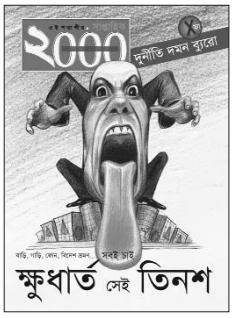


সম্পাদক
**শাহাদত চৌধুরী**

নির্বাহী সম্পাদক
**মোহসিউল আদনান**

প্রধান প্রতিবেদক
**গোলাম মোর্তোজা**

প্রতিবেদক
**জয়ন্ত আচার্য**
**সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু**

সহযোগী প্রতিবেদক
**বদরুল আলম নাবিল**
**আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস**

প্রদায়ক
**জসিম মল্লিক**

প্রধান আলোকচিত্রী
**তুহিন হোসেন**

আলোকচিত্রী
**আনোয়ার মজুমদার**

নিয়মিত লেখক
**আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী**
**ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা**
**নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন**

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
**সুমি খান**

যশোর প্রতিনিধি
**মামুন রহমান**

সিলেট প্রতিনিধি
**নিজামুল হক বিপুল**

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
**মিজানুর রহমান খান**

হলিউড প্রতিনিধি
**মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল**

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
**আকবর হায়দার কিরণ**

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
**নাসিম আহমেদ**

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
**শাহরিয়ার ইকবাল রাজ**

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
**নূরুল কবীর**

শিল্প নির্দেশক
**কনক আদিত্য**

জেনারেল ম্যানেজার
**শামসুল আলম**

**যোগাযোগ**
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
**চট্টগ্রাম অফিস :** ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
**ইমেল ঃ** s2000@dbn-bd.net

**দাম ঃ ১৫ টাকা**

**মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড**
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

**www.shaptahik2000.com**

সফল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের পর, জনগণ ভেবেছিল দেশে গণতন্ত্র এসেছে। এবার অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। দেশ এগিয়ে যাবে। ক্রমেই জনগণের স্বপ্নভগ্ন হয়েছে। নির্বাচিত তিনশ' জনপ্রতিনিধি আজ জনগণের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। সংসদ সদস্যরা জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা না করে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। তীব্র ক্ষুধার্তের মতো তারা সবকিছুই গ্রাস করতে উদ্যত। এমপি-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এনেছে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ।

আসলে সংসদ সদস্যদের জনগণ ভোট দিয়েছিলো, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে সেই আশায়। তারাও সেরকমই আশ্বাস দিয়ে ভোট নিয়েছিলো। প্রতিটি নির্বাচনেই তারা এ কাজটি করেন। নির্বাচিত হয়ে ভুলে যান জনগণের কথা। সংসদে এসে নিজেরাই নিজেদের প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ব্যস্ত হয়ে পড়েন আখের গোছানোর প্রতিযোগিতায়। বিশাল সংসদ ভবন চালু অবস্থায় প্রতি মিনিটে খরচ হয় ১৫ হাজার টাকা। সংসদ চালু থাকে অথচ তারা সংসদে যান না। কোরাম সংকট সংসদের নিয়মিত বিষয়। বর্তমান সংসদের চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধিবেশনে শুধু কোরাম সংকটের কারণে অবচয় হয়েছে ২ কোটি ৩৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। অথচ সরকারি দলেরই রয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তিনশ' জনের মধ্যে ষাটজন উপস্থিত থাকলেই যেখানে সংসদ চলতে পারে। সংসদ সদস্যদের থাকার কথা সংসদে। কিন্তু থাকেন না। তারা থাকেন যেখানে তাদের স্বার্থ আছে। নিজের ব্যবসা বা অন্যের তদবিরের জন্য তাদের নিয়মিত দেখা যায় সচিবালয়ে। আমলার দপ্তরে ভৃত্যের মতো বসে থাকে জনগণের প্রতিনিধি।

সম্প্রতি মন্ত্রীদের বাড়ি ভাড়া ১৭ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বাড়ি ভাড়া ১৫ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে। মন্ত্রীদের দৈনিক ভাতা ২২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫০ এবং প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের দৈনিক ভাতা ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। মন্ত্রীদের ঐচ্ছিক তহবিলের পরিমাণ ২ লাখ টাকা থেকে ৩ লাখ টাকা, প্রতিমন্ত্রীদের তহবিল ১ লাখ থেকে ২ লাখ এবং উপমন্ত্রীদের তহবিল ১ লাখ থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

সাংসদদের ছয় ধরনের আর্থিক সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। ব্যয় নিয়ামক ভাতা ১ হাজার টাকা থেকে ২ হাজার, দপ্তর খরচ ১৫০০ থেকে ৬ হাজার এবং নির্বাচনী এলাকা ভাতা ১৫০০ থেকে ৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সাংসদদের স্বেচ্ছাধীন তহবিল ৭৫ হাজার থেকে ১ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ভ্রমণ ভাতা প্রতি মাইল ১ টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রতি কিলোমিটার ৬ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া সাংসদদের টেলিফোন বিল মাসিক ৪ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৬ হাজার টাকা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বাড়ি ভোগ করার পরও বেড়েছে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ভাড়া। ৩৫ হাজার টাকা থেকে বেড়ে এখন ৫০ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় শেখ হাসিনা গণভবন দখল করে নিতে চেয়েছিলেন। অথচ এতো সুযোগ নিয়েও জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় পরিচালিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংসদে বসে তারা একে অপরকে গালি দেন, দুর্নীতিবাজ বলেন। বলেন চোর।

মন্ত্রী-এমপিদের বেতন ভাড়া বৃদ্ধির পেছনে সংসদে যুক্তি দেয়া হয়েছে, তাদের কাজ বেড়েছে। জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়েছে। এ কারণে বেতন-ভাতা বাড়ানো হলো। অথচ সংসদে বলা হয়নি, জনগণের আয় বাড়ার কথা। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠার ক্রন্দন মন্ত্রী, এমপিদের কাছে পৌঁছে না।

প্রচ্ছদের কার্টুন : **মশিউর রহমান রানা**